



রামঠাকুরের কথা

1. গুরু ভিন্ন এই জগতে আত্মীয় আর কহে নাই। গুরু সর্ব্বদা রক্ষা করনে, অতএব গুরুর প্রতিপোষক হইয়া শুচি থাকবি। অন্যথা করবি না। সংসার মায়াজালে ব্যাপ্ত, চরাচরে মোহপাশ ঘুরতিছে, আপাততঃ মধুর পরণামে বশিষোপম হইয়া থাকে।

সত্য হইতে বল নাই।

ত্যাগ বই আর ধর্ম্ম নাই।

গুরু বাক্য বই আর বদে নাই।

গুরু বাক্য পালন বই আর কর্ম্ম নাই।

গুরুর দয়া বই আর ধন নাই, মুক্ততি নাই।

এই কথাটি মনে রাখিলে কোনও কুহক প্রলোভনে পড়ে না, ঘরে বসিয়া সমস্তই পায়।

শ্রীশ্রী রামঠাকুর

□ সর্বদা গুরুর আশ্রয়ে থাকবার চেষ্টায় ভগবৎ সর্বো।

- নাম সত্য, নাম ও ভগবান অভিন্ন সর্বো।
- শূন্যেরে সঙ্গ বা প্রাণেরে সঙ্গ বা নামেরে সঙ্গই প্রকৃত সংসঙ্গ।
- নাম ও নামীকে অতি যত্নে করতঃ হয় লালন ও রক্ষণ।
- মনের দাসত্ব না করে প্রাণেরে সখ্যতা প্রার্থনা করাই বাঞ্ছনীয়।

ইহার কিছুই বৃথা যাইবে না। বীজ রোপন কইরা গলোম, কালঃ অঙ্কুরতি হইয়া গাছপালা গজাইব। উলুবনে মুক্তা ছড়াইয়া গলোম, যঃ জহুরী চনিবে কুড়াইয়া নবিঃ"।

ওহে! ঠাকুর, বৃথা যাবে উহা কমেইন করে? এষে প্রাণেরে প্রাণ-মহাপ্রাণ মথতি অক্ষয় সুধা। অক্ষয়, অব্যয়, নতি্য, শাশ্বত ধাম হতে মরতে প্ররেতি অমূল্য রতন। অপার আনন্দময় অমৃত সুধা, যা বহে নরিন্তর জীব-জগতেরে পরমমঙ্গল কারণে।

শেষে জন্ম বড়ই কষ্টেরে জন্ম। দ্যাখনে না আপনে য়েইখানে থাকনে সেইখানে দোকান পাট আছে। আপনিসেই দোকান থেইকা কিছু নতি্য প্রয়োজনীয় জনিষি কনিলনে। কিছু টাকা দলিনে, কিছু ধার রাখলনে। দোকানীরাও কিছু কয় না। তবে তারা যদি জানতে পারে আপনে চরিকালরে জন্ম এই জায়গা ছাইড়া চইলা যাইতাছনে তারা এক সংগে ঝাপাইয়া পড়ব দনো শোধরে জন্ম। তখন আপনেরে খুবই কষ্ট হইব সেই দনো শোধ করতঃ। তবে সেই দনো শোধ কইরা যাওয়াই ভাল। খুবই কষ্ট হইব। কিন্তু দনো রাখতঃ নাই। তাই দনো শোধ কইরা যাওয়াই ভাল।

.....শ্রীশ্রীরামঠাকুর

সর্ব্বদা সর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে যত্নবান থাকিয়া নতি্য ত্প্তকির ভগবৎ সর্ব্বো শক্তি আহরণেরে প্রতক্ষিা করতিঃ হয়। অর্থাৎ সকল ভার ভগবানে দিয়া ভাগ্যানুযায়ী কর্ম্মক্ষেত্রে আয় অনুসারে ব্যয় করিয়া ধীর ধৈর্য্যশক্তির দ্বারা পরম পদ লাভ করতিঃ পারা যায়। পথেরে সহায় সর্ব্ববশক্তমান ভগবান নরিল্পিত শক্তি বিতরণ করিয়া থাকনে, তাহার সাহায্যে এ ভবসংসারেরে আবরণ কাটাইয়া নম্বিক্তলাভ করতিঃ পারা যায়। ::: বদেবাণী প্রথম খণ্ড - ১৬নং পত্রাংশ শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেবে

প্রারব্ধেরে ভোগ কাটে কনি ইহাই অনকেরে প্রশ্ন। ইহার উত্তর এই - কাটান যায়, কিন্তু তাহা ঠকি নহে। বাস্তবকি পক্ষে ঐ ভোগ কাটে না - একমাত্র ভোগেরে দ্বারা উহার নবিত্তি হয়। যোগবলে অথবা অন্য কোন উপায়ে উহাকে সরাইয়া ফেলা যায়, ইহা সত্য। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে, কারণ এই দহে অনতি্য বলিয়া কোন না কোন সময়ে উহার ত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। দহেত্যাগ হইলেই ঐ শূন্যস্থিতি বতিাড়তি কর্ম্মগুলি আকর্ষণ - বলে আবার আত্মাকে দহে গ্রহণ করতিঃ বাধ্য করবিঃ। তবে সে দহে আর নতুন কর্ম্ম হইবে না ইহা সত্য। জীব যখন সংসারে আসে তখন স্বীকারপত্র দিয়া আসে - যঃ যঃ ভোগ তাহার প্রাপ্য তাহা অঙ্গীকার করিয়া আসে। তাই তাহাকে নিজেরে পাপ্য ভোগ গ্রহণ করতিঃ হয়। যঃ তাহার শরণাগত তাহাকে তিনি ঐ দহেই সমস্ত ভোগ

করাইয়া ননে, পরে কাছে লইয়া যান, আর তাকে আসতি দেয় না। তাহার কোন ভোগ বাকী থাকে না। ধৈর্য্যের সহিত প্রারব্ধ ভোগ করা উচিত, বাধা দিতে নাই। বাধা দিলে ভোগ কাটে না। একমাত্র অনুগত হইলে প্রারব্ধ কাটতে পারে - প্রারব্ধ কাটবার দ্বিতীয় কোনও উপায় নাই। রাম ঠাকুরের কথা

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইহার কর্ত্তা ভবিতব্যই হয়, অন্য কাহারও কোন শক্তি নাই। যদি থাকিত তবে কেন ময়ে ববিহারে জন্ম এত ব্যাকুল হইয়াছেন, আপনি বয়ি দিতে পারতেন। যখন যবে ভাবে যবে কালে পরণিয় ভবিতব্য উপস্থিতি করবিনে, তখন সেই ভাবেই যোগাযোগ মলিন হইবে, ইহার কর্ত্তা কেহই না, জানবিনে। লোকসকল ভাগ্যানুসারে দেহ, গহে, জাতি, মানাদি এই মরভূমে পড়িয়া থাকে। এই ভাগ্যতে সন্তোষ না হইয়া পরে ভাগ আকর্ষণে পড়িয়া দণ্ড ভোগ করিতে থাকে। ইহাতে যমদণ্ড, কালদণ্ড, ব্রহ্মদণ্ড বলিয়া জানবিনে। সত্যনারায়ণের সেবা করিলে এই সকল দণ্ড মুক্ত হইয়া সত্যলোক, যখনে ভাগ নাই, সেই স্থানে যাইতে পারে। -----
----- শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর

শেষে জন্ম বড়ই কষ্টের জন্ম। দ্যাখনে না আপনি যখনে থাকেন সেখানে দোকান পাট আছে। আপনি সেই দোকান থেকা কিছু নতিয় প্রয়োজনীয় জনিসি কনিলনে। কিছু টাকা দিলে কিছু টাকা ধার রাখলেন। দোকানীরাও কিছু কয় না। তবে তাঁরা যদি জানতে পারে আপনি চরিকালের জন্ম এই জায়গা ছাইরা চইলা যাইতেন, তাঁরা একসাথে ঝাঁপাইয়া পড়বো দনো শোধের জন্ম। তখন আপনার খুবই কষ্ট হইবে সেই দনো শোধ করত। তবে দনো শোধ কইরা যাওয়াই ভাল। আপনার খুবই কষ্ট হইবে। দনো রাখতে নাই। শোধ কইরা যাওয়াই ভাল। = শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর ।

" আজ্ঞানীই মহাজ্ঞানী সবে এক ভগবান ছাড়া কিছুই বোঝনো ।" --কর্ত্তাভিমানীর চালক শয়তান, শরণাগতজনের চালকই জানবনে ভগবান ।

রাম ঠাকুর বলতেন ,"

নয়িম জেডাবনে না ,নয়িম

জেডালে কালে নয়িমই হয়ে দাঁড়াবে মুখ্য লক্ষ্য হয়ে যাবে গঠাণ "।

রাম ঠাকুরের কথা ও কটাক্ষী আশ্রমসহ জ্ঞানগঞ্জের বিবরণ-১০ একদিন গুরুর সংগে ভ্রমণকালে অনঙ্গদেবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাম, এখন তুমি কি করব? ঠাকুর মহাশয় বললেন আমি কিছু জানি না আপনি যা ইচ্ছা করবিনে, তাহাই হইবে। উত্তর শুনিয়া তিনি বললেন তাহা হইলে আমাকে স্পর্শ করিয়া এখানে বসিয়া থাক। ঠাকুর মহাশয় তাহাই করলেন। গুরুকে স্পর্শ করবার সংগে সংগে প্রথমতঃ তাঁহার তন্দ্রাভাব আসিল। এরপর হইলো সমাধি। ঐভাবে কতকাল অতিক্রম হইল তাহা কেহ জানে না তারপর গুরু বললেন, রাম ওঠো। রামের সমাধি ভাঙলি এ ডাকে! চক্ষু

খুলিয়া দেখিলেন গুরু সম্মুখে। আর দেখিলেন যে সে দেশে ও নাই। সে কালও নাই। এক গভীর বনে তিনি একলা বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল দীর্ঘ শ্বশ্রু গুম্ফে আবৃত, নখ হযেছে দীর্ঘ। অবশেষে এ গুহার অভ্যন্তরে অনুষ্ঠি হইল এক বিশেষ যজ্ঞানুষ্ঠান। গুরুর আদেশে এই যজ্ঞানুষ্ঠানে পূর্ণাহুতি দিয়া রাম হইল আপ্তকাম। গুরুকৃপায় সর্বসদ্ভি তঁহার করতলগত হইল। জয় শ্রীশ্রী রামঠাকুর। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁর বখিঁয়াত গ্রন্থ "জ্ঞানগঞ্জ"-এ শ্রীশ্রী ঠাকুরকে যে ভাবে উপস্থাপন করছেন।

*

সংসার চক্র উদয় অস্ত গতিভাবে অনবরত ঘুরতিছে। এই ভ্রম শোধন জন্য ভগবানরে অর্থাৎ সহস্রিণ্ডতার পরণাম শক্তি শরণ দ্বারা শ্রদ্ধার উদ্বর্দ্ধন করিয়া লইতে হয়। লাভ অলাভ পিসা মুক্ত করতি চেষ্টা করতি হয়। সংসার প্রার্থনার আবরণে কবেলমাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যজ্ঞাদিক্রীড়ার চর্চ্চায় তাহার নবিত্তি হয় না। কবেলমাত্র এক পতব্রিত শক্তিপিদ আশ্রয় লইয়া অযাচনা ভাবে প্রতিক্ষা করিয়া যথাসাধ্য গুরোপদেষ্ট সত্য সাধনরে জন্য স্থতিবিদ্বধি আহরণ করতি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করতি করতি নশ্চিয়াত্নকি শক্তির বৃদ্ধি হইয়া কামনা বাসনা লুপ্ত হইয়া থাকে। তখন সকল অভাবই দূর হইয়া আনন্দ প্রকাশ হইয়া যায়। বদেবাণী প্রথম খন্ডঃ ৩৪।

সর্ব্বদা অনাসক্ত হইয়া উপস্থি কার্য্য কর্ম্মাদি সম্পাদন করবার চেষ্টা করবিনে। বাজে অনতি্য, ক্ষণস্থায়ী সুখজনক গোলমাল না করিয়া গুরুর কার্য্যরে থাকাবার জন্য ন্যিত চেষ্টা করবিনে। পবতির আত্মকে ছাড়িয়া অনতি্য অসুখকর ক্ষণসুখরে দকি লক্শ্য রাখবিনে না। সকল বগে সতত সহ্য করিয়া থাকতি চেষ্টা করবিনে। কাহারো দোষ গুণ লইবনে না, পক্ষপাত দোষে আত্মার মলনি জন্মে অহংজ্ঞান কর্ত্ত্বহতে হইয়া থাকে। কর্ত্ত্বভাভমিন ছাড়বার জন্য মনে বচিার করিয়া আত্মার সঙ্গে নির্ম্মলভাবে আত্মারই কর্ত্ত্বার অধীন হইয়া থাকলি নতি্যমুক্ত হইয়া পরণামে শ্রীগুরুর পদ পাওয়া যায়। হৃদয়রে সংশয় ছদেন করিয়া সবল হইয়া থাকলি অপার আনন্দ তাহাকে অধিকার করে।

সকল ভার ভগবানরে উপর রাখিয়া সংসাররে প্রাক্তন যথাসাধ্য ভোগ করতি হয়। ভাগ্যরে দ্বারে সর্ব্বদা থাকিয়া সুখ দুঃখ অন্ত করতি চেষ্টা করতি করতি ভগবানরে প্রতি মন নবিষ্ট হয়। সর্ব্বদা তাঁহার চন্তিই, অর্থাৎ ভগবানরে নাম করাই জীবরে ধর্ম্ম। নাম করতি করতি জীবরে পরমত্ব থাকে না, নামই মুক্তপিদ অঙ্ক করিয়া স্থান দনে।

ভগবানরে শরণ নিয়া থাকলিই পরণামে শান্তির উপর স্থান প্রাপ্ত হয়। ইহ জগতে দহেরে সঙ্গেই ভাগ্য অনুসারে ফলাফল ভোগ হইয়া থাকে। পরশ্রীতে কাতরতা কবেল মূর্খরে সম্পদ বলিয়া জানতি হয়। ভাগ্য অনুসারে শারীরকি, মানসকি সুখ দুঃখাদি আবর্ত্তন হইয়া জীবভাবে মন্ডতি থাকে। জ্ঞান অজ্ঞানরে বশবর্ত্তী হয়। সংসার মায়াময়, ভগবৎ শরণে কবেল দহে নাশই দৈহিকি, মানসকি সন্তাপাদি ভোগরে দ্বারা মুক্ত হইয়া থাকে। দহে গুণরে হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে দহে সহ অসহ যাতনা, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্মাদি ইত্যকোর জ্ঞান জন্মে। ইহাকেই প্রারব্ধ বলে, এই

প্রারব্ধ ভোগ ভিন্ শযে হয়না বলিয়া ঈশ্বররে শরণ নয়া পড়িয়া থাকতি হয়। পাপ
পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মে লক্ষ্য রাখতি নাই। প্রাক্তনে যাহা হয় আছে তাহা ভোগ
করবি, দহোন্তে ভগবৎ পদ, গুরুবাক্য যাহা নরিন্দ্রশে করিয়াছে তাহা পাইবে, সন্দেহে
নাই। মনের শান্তি অশান্তিরি ধার না নয়া অকর্ত্তা হওয়ার চেষ্টা করবি।

ভালো মন্দ বচার করবার শক্তি জীবরে সাধ্য নাই, নামহে ভালো মন্দ স্থরি
করবিনে।

ঘন ঘন নাম কইরা যান, বৃথা তর্ক, বৃথা যুক্তি, জগতরে সকলহে সকলরে নজি
স্বভাবরে বশভিত্ত হইয়া চালতি হইতছেনে অতএব কাহারো কোন দোষ নাই।
পূর্ব জন্মার্জতি কর্মফল অনুযায়ী ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, সন্তানাদি, আড়া পাড়াপরশী,
শত্রু মিত্র, শুভ অশুভ, জয় পরাজয়, লাভ লোকসান, রোগ শোক, সুখ দুঃখ ইত্যাদি
সকল কিছু যোগাযোগ ঘটবে।

অতএব জীবরে ইচ্ছা, অনিচ্ছা, কথিবা জীবরে কর্ত্ত্ববে কিছুই হয়না, সবই পূর্ব
নরিন্দ্রিষ্ট।।

"এই পৃথিবীর সীমানা গুরুর আশীর্বাদরে থকে বড় নয়। গুরু তোমাকে তোমার মতো
গড়বনে। তুমি কমনে, তোমার থকে বেশি জানেনে গুরু। অনেকে ভুল বুঝবে তুমি গুরুকে
। তিনি জানেনে সটো। কনিত্ত এও জানেনে সত্বরে পথ ক। তুমি ছাড়তে পারো, তিনি
ধরে থাকেন। তুমি বুঝতে পারোনা। তুমি যখন দেখো কটে নই, তখন তাঁকে দেখো
যায। তিনি শুধু দতি চয়েছেলিনে। অনেকে পাওয়ার ভীরে তাঁর দান নতি পারনি। যখন
হাত খালি, দেখবে, আশ্রয় হয়। তাঁর দাওয়া অচতি দান তোমায, ছায়া দেবে।" ---
শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর

স্থান নারায়ণরে শ্রীদহরে অন্য কোথাও না, উহার স্থান নারায়ণরে চরণ যুগলে। -
- শ্রীশ্রী রামঠাকুর।

"কলতি বদে নাই, সুতরাং বধিও নাই। কলতি প্রয়োজন হইল গুরুর চরণে
আত্মনবিদেন। আত্মনবিদেন পূর্ববক যাহাই বোধ হইবে তাহাই বদে এবং তদানুযায়ী
যাহা করণীয় তাহাই বধি। শ্রীভগবান বদে ও বধিরি অতীত। শুধু নাম করলিহে
ভগবানরে লাভ হইবে।"

ভাগ্যং ফলতি সর্ববত্ৰং। অর্থাৎ ভাগ্যানুযায়ীই লোক সুখ, দুঃখ উপভোগ করিয়া
থাকে। তাহার ব্যতিক্রম করা কাহারও বিন্দুমাত্র সাধ্যই
নহে। দবে, দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ আদি জীবমাত্রই প্রারব্ধরে দাস বা অধীন, এই
প্রারব্ধ পূর্ব কর্মফল হতে সৃষ্ট হইয়া থাকে। ভবতিব্য ভগবানই ইহার একমাত্র
নয়িন্তা। আমরা কর্ত্তা হইয়া ভাগ্যভোগ কাটাইবার জন্য নানাবধি রূপে যত চেষ্টাই
করি না কনে, পরবর্ত্তী জন্মরে প্রারব্ধ ভোগই বৃদ্ধি হয়, কনিত্ত ভাগ্যরে
বিন্দুমাত্র ও ব্যতিক্রম হয় না। ভাগ্যরথে চলিয়া অর্থাৎ ভাগ্যরে যাহাই ফলদেয়
হউক না কনে, তাহাতে বচিলতি না হইয়া অকাতরে ওই ভোগদন্ড গ্রহন করলি

পূর্বজন্মার্জ্জতি কর্মফলরে শোধ হইয়া যায় অর্থাৎ ভবিষ্যতে আর কোন অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। এই প্রকার ঋন শোধ ব্যতীত কেহই অবচ্ছিন্ন আনন্দের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা হইতেছে এবং হইবেই এ ধারনা অন্তরে বদ্ধমূল হইলে জীবমাত্রই নানা ভাবনা, চিন্তা, জল্পনা, কল্পনা আদি হইতে রক্ষা পাইয়া অনেকেটা শান্তিতে থাকিতে পারে। এই জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর ইহা বলিয়াছেন যে, এমন কিশ্রীভগবান ও এই অলঙ্ঘনীয় নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারেন না। কর্তৃত্বভাভমিান লইয়া যাগ যজ্ঞ তপস্যা আদি অনুষ্ঠান করিয়া ও ইহার হাত হইতে অব্যাহতিনাই। যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা সাময়িকি ঐহিক শান্তি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু পরনিামে প্রারব্ধ দণ্ড ভোগ করতে হইবে, ইহা সুনশিচয়। ভগবানের প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা না থাকিলে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জীব কেবল অপররে প্রতিদোষারোপ করিয়া মনকে বিষাক্ত করিয়া মানসিক নানা দুঃখই ভোগ করে, কিন্তু তাহাতে বিন্দুমাত্র ও প্রতিকার না পাইয়া কেবল দুঃখ ও অশান্তির বৃদ্ধি হয়।

"ববাহাদিকার্য ভবতিব্যই করিয়া থাকে, কাহারও কোন বাধা কি বধি দিবার অধিকার নাই।"---শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর ॥ বদেবাণী ॥ ৩ / ১৪৫

মনরে চঞ্চলতার জন্য অনুতাপ করবি না, কারণ তাহার স্বভাব ঐ রকম। সকল ভার গুরুতে ন্যস্ত রাখিয়া উপস্থিতি সকল কার্য যথাসাধ্য করিয়া যাইবে। তাহাতে সিদ্ধি অসিদ্ধি লাভ লোকসানের দিকে লক্ষ্য রাখবি না। কর্ম করিতে করিতেই সকল কর্ম শেষ হইয়া যাইবে, তখন আর মনের দরকার হইবে না। সকলি আপনার বাধ্য থাকবি। কর্ম হাতে থাকিলেই সুখ দুঃখজনক বাসনায় উত্পীড়ন করিয়া থাকে। ববিকিবুদ্ধি উত্পন্ন হইলে আপনি আপনিই সকল অভাব নাশ করবি। চেষ্টা করিয়া ববিকিতা আসে না। কোনো চিন্তা ভাবনা করবি না। স্ত্রী পুত্র পরজিন যাহারা মুখাপেক্ষী হইয়া আছে তাহাদিককে যথাসাধ্য ভরণ পোষণ করাই ধর্ম, ইহাতেও ভগবানের সেবা হয়। অনাসক্ত ভাবে এদের সঙ্গ লাভ হইলে মঙ্গলই হয়।---বদেবাণী - প্রথম খন্ড ১৬০

"বাবা- এই বশ্বিসৃষ্টির রহস্য কি? সৃষ্টির সার্থকতা কোথায়?" ঠাকুর উত্তর দলিলে, চরিত্র চৈতন্যময় এক বরিমহীন ও উত্থানপতনবহীন শাস্বত বিন্দুনাদরে সুবতিন অংশাতীভাবে চিন্ময় রূপে প্রকৃত বশ্বিব্রহ্মান্ডে, অপ্রাকৃত ভগবদ্ব্যমাদিতে এবং ব্যোম, পরব্যোম, ব্যোমাতীত ধাম ব্যাপী চলতছে। এইটাই সৃষ্টির রহস্য। এই যে প্রাণময় অখন্ড বিন্দুনাদ লহরী চলতছে, এর সঙ্গে প্রাণীর অন্তর্নহিতি সুবতিন মশাইয়া এক তান কইরা নতি পােরাই হইল বশ্বিসৃষ্টির সার্থকতা। এক করতে না পারলে দুই থাইকা যায়। অদ্বৈত হয় না। দ্বৈত থাইকা গেলে কর্তৃত্ব থাইকা যায়। আমি এবং আমার ভাবে বিভাবিত থাইকা অমলি অযোগ হইয়া পড়ে। ব্যিগে থাকে। ব্যিগে থাকলে সৃষ্টির রহস্য সার্থকতাবহীন হইয়া পড়ে। সর্বব্যাপী বিন্দুনাদরে সুর-মূর্ছনার সঙ্গে জীবরে অন্তর্নহিতি সুর-মূর্ছনা একতানে ও সুরে মলাইয়া নতি পােরলে এক হইয়া সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করে। এই বলিয়া ঠাকুর নীরব হইলেন। সকলে প্রস্থান করলেন।

"জীবের মুক্তদহে লাভ করবার জন্যই এজগতে জীবের ভোগদহে ধারণ করিতে বাধ্য হয়। এই তো সাধু মুখের বাক্য। সংসারে জীবদহে ন্যায্য থাকবার জন্য কাহারো ভোগে ইচ্ছা থাকে না। যাহা হউক, ভাগ্যবশে সকলি ঘটয়া থাকে। যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা কহেই ছাড়াইতে পারে না, সকলি ভোগ ন্যায্য যাইতছে। দহেরে পরপুষ্টির জন্য চকিত্বিসকরে শরণ লইতে হয়, ভগবৎ চরচার জন্য যোগীর। ---শ্রীশ্রী রাম ঠাকুর

অদৃষ্ট চক্রে যাহা যখন হয় তাহাতাই অকাতরে সহষ্ণুতা বৃদ্ধি করাকহে মহাত্মগন ভগবৎ উপাসনা বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। যজ্ঞ, ব্রত, তপ, দান একমাত্র সহষ্ণুতা ধৈর্য শক্তিতেই সম্পাদন হইয়া থাকে। সমোহং সর্বভূতানাং ন মদেবৈষ্যে ন প্রিয়িঃ, সকল অবস্থায়ই যে সমান জ্ঞান তাহাই ভগবান। এই অবস্থা যখন উদয় হয় তখন জীব মুক্তি লাভ করিয়া স্বরূপত্ব ধারণ করিয়া থাকে। ইহা ব্যাতি কতৃত্বাভিমাত্রের সঙ্কল্প বকিল্পাদি দ্বারা সাধন ভজন করিয়া নতিয় সুখের আশা অবতারণ করিয়া পরণাম কেবল অভাব(অমলি) অভিযোগ ঘটয়া থাকে। তাঁতে আশু য়ে শান্তি লাভ করিতে পারে তাহা কেবল হারাইয়া দুঃখেরেই কারণ হইয়া থাকে। উভয়ই প্রাক্তন দত্ত জানবি। অতএব সর্বদা কর্ম ধারণের চেষ্টা করাই উচিত।

-শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর

বদেবাণী ১ম খণ্ড(১৪৭)

লোকে স্ব স্ব ভাগ্যানুসারে প্রকৃতির গুণ বকিরে পরিয়া দহে, গহে, সমাজ, বদ্বিষা বুদ্ধির সংমিলনে পটৌষত্ব লাভ করিয়া থাকে, সেই পটৌষত্ব প্রকৃতির গুণে অজ্ঞানবশতঃ অহংকারের ঘরোয় আটকাইয়া সত্যকে জানিতে পারে না বলিয়াই সে দহেরে ও বদ্বিষার গটৌষ পাইয়া, সত্য ভুলিয়া, স্বয়ং কর্তা হইয়া মনের (মাত্রা) দ্বারা শাসিত হইয়া এই জগতে জন্ম মৃত্যুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। মহাত্মগণ মৃত্যু (কাল) হইতে ত্রাণের জন্য প্রকৃতি গুণের বগে ধৈর্য ধরিয়া সত্যেরে সবেয় আপন গুণাদি সকল দিয়া সত্যেরে অধীন হইয়া থাকিতে অভ্যাস করে।

বদেবাণী ২য় খণ্ড,

সত্যেরে ধর্ম ক'ি? সত্য হইয়াছে নতিয় অর্থ্যাৎ যাহা কখন হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, পরবর্ত্তিত হয় না, এক রকম থাকে-তাহাই সত্য। মথিয়া হয় অনতিয়, অর্থ্যাৎ যাহা থাকে না, পরবর্ত্তিত হয়, এক রকম থাকে না। অতএব সংসারে যাহা কিছু দেখি, যাহা কিছু বোধ করি, সকলি অনতিয়। অতএব অনতিয়েরে জন্য প্রয়াসেরে কোন প্রয়োজন নাই। মায়াচক্রে অনতিয়ই সংসার বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। ইহা হইতে মুক্তির জন্য স্থিরকৈ আশ্রয় করিতে হয়। স্থিরকৈ পাওয়ার জন্য সকল বগে সহ্য করবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। ইহা করিতে করিতে ক্রমে স্থিরকৈ গুণ হয়, তারপর আরোগ্য হয় অর্থ্যাৎ কোন বাধা বন্ধন থাকে না, ইহাকে মুক্তি বলে। এই অবস্থাই ঈশ্বরপদ প্রাপ্ত এবং ইহাই ধর্ম। এই সত্য সংসারে আসক্তি হতে ঋণ হয়, সেই ঋণ ক্রমে স্থিতিভাব প্রাপ্ত অনুযায়ীই শোধ হয়। যত স্থিতি হইবে ততই ঋণ শোধ হইবে, যত ঋণ যায় ততই বন্ধন মুক্ত হয়। সং অসং বচার করিয়া সংসারে চলিতে গেলে বন্দীদের

চলে না, কারণ জীবগণ সৰ্ব্বদাই ঋণদায়কে বদ্ধ থাকে। সুখ দুঃখ, ক্ৰুধা, তৃষ্ণা, শান্তি অশান্তি, ভাল মন্দ, আপন পর, শত্রু মিত্র, ধৰ্ম্ম অধৰ্ম্ম, ঘৃণা লজ্জা, ভয়, শোক তাপ প্রভৃতি সকলের দ্বারাই ঋণ "খতে" বদ্ধ। এই সকল ঋণ শোধ হইতে এক ঈশ্বরপদ না পাওয়া পর্যন্ত জীবের কোন ক্ৰমতা নাই।

-শ্রীশ্রী রামঠাকুর

বদেবানী ৩য় খন্ড(১৫৮)



আপনে জীবনে অন্নদান, বস্ত্রদান, গরীব দুঃখীকে সাহায্য
দান, পুষ্করিণী খনন, রাস্তা উৎসর্গীকরণ, নানা পূজা,
দোলোৎসবাদী বহু কিছু করছেন। এত কিছু কইরা লাভ কি
হইল, আমি কিছু দেখি না। দানাদি কর্মফলে স্বর্গভোগ প্রাপ্তি
ঘটে। স্বর্গভোগ অন্তে পুনরায় এই মরভূমে আসতে হয়।
সকল রকম দানাদি কর্মের ফল আছে। বিষয় আসক্তি দান
কর্মের ফল গজায় না। কর্মের ফল যদি না থাকে তবে
কর্মফল ভোগও থাকে না। কর্মফল ভোগ না থাকলে
কর্মপাশও থাকে না। কর্মপাশ মুক্ত হয়। কর্মপাশ মুক্ত হইলে
ব্রজ-বিদেহী লাভ হয়। তখন পতিব্রতাশক্তি জাগরিত হয়।
এই শক্তিরে দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, প্রলুব্ধ করতে
পারে না বইলাই নামে প্রেম যোগ হয়। গতাগতিও শেষ হয়।
এইটাই মানব জন্মের চরম সার্থকতা। আপনে সকল বিষয়
থাইকা আসক্তি নিয়া আইসা শ্রীভগবানেরে দান
করেন.....ভগবান আপনেগ মঙ্গল করেন।

জয় রাম। জয় গোবিন্দ।



....

